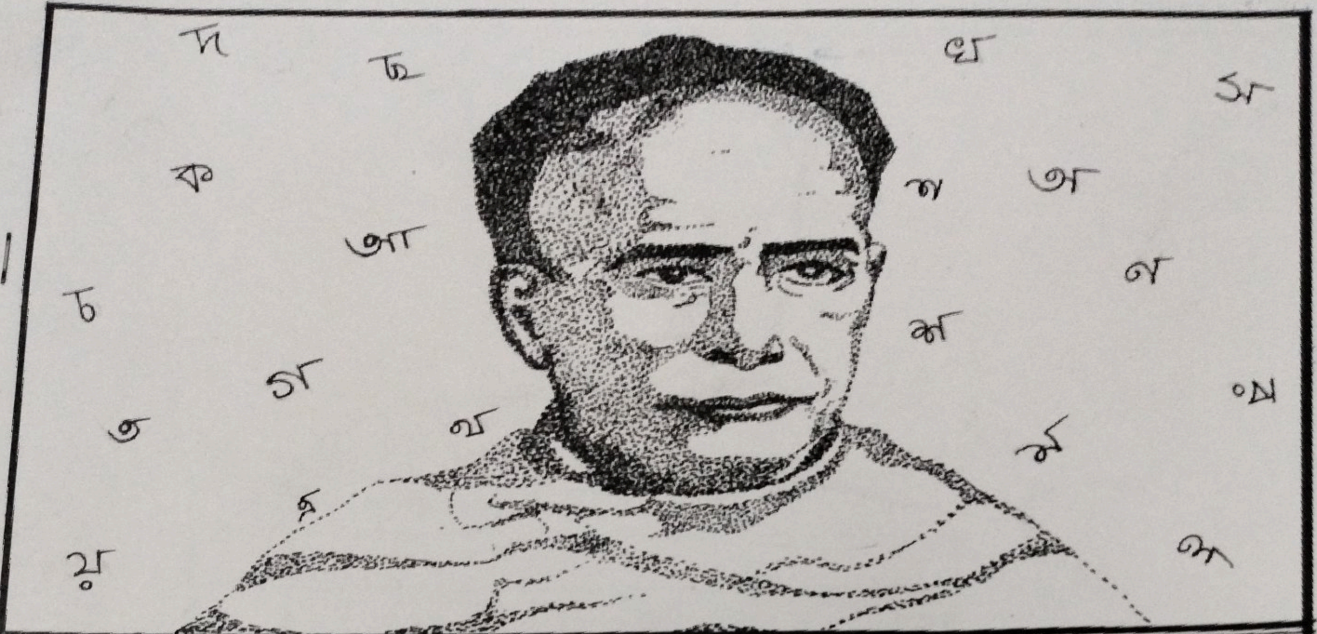

রামমোহন কলেজ

সাম্মানিক বাংলা

সেমিস্টার : প্রথম   পত্র : CC2

নাম : স্বর্ণালী সরকার

রোল : কলেজ : ৩১৮

বিশ্ববিদ্যালয় : ২০২১১৬-১১-০২৬৩

নিবন্ধন নম্বর : ১১৩-১২১২-০৮৬৭-২০

বিষয় : ভাষাতত্ত্ব- শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা

শিক্ষাবর্ষ : ২০২০-২০২১

তত্ত্বাবধায়ক : অধ্যাপিকা ড: সুস্মিতা সিদ্ধান্ত

	বিষয়	পৃষ্ঠা
(ক)	ভূমিকা	১
(খ)	পদার্থের শ্রেণী বিভাগ	২
(গ)	অপদার্থ পরিচিতদের তাঁদের শ্রেণী বিন্যাস	৩–৫
(ঘ)	উপসংহার	৬
(ঙ)	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	৭

শব্দ হল কোনো বস্তু বা ভাবের দ্যোতক, কোনো বস্তুকে নির্দেশন করতে প্রথম প্রথমেই তৈরি যে বিষয় শেখাত অর্থাৎ মুখ্যার্থকে, কিন্তু যতদিন প্রচলিত থাকতো মানুষের অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকলো, কিন্তু একই বস্তু ও ভাব একই সম্পর্কে চিন্তার ব্যাপ্তি ঘটলো, তখন সেই শব্দের মুখ্যার্থের সীমা পেরিয়ে আরও অন্য অর্থে ও শব্দের প্রয়োগ করা হল, যাকে অর্থ পরিবর্তিত হল, এই ভাবে প্রত্যেক শব্দের প্রয়োগে নানা অর্থে প্রযুক্ত হল।

শব্দার্থের শ্রেণী বিভাগ ঃ

শব্দার্থ

- অভিধা
  - বাচ্যার্থ
  - মুখ্যার্থ
- লক্ষণা
  - গৌণ অর্থ
- ব্যঞ্জনা

অভিধা :

শব্দটির নিজস্ব অর্থ আদি বা মুখ্য অর্থ তাকে বোঝাতে পারে, এই অভিপ্রেত অর্থটি বা বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ।

যেমন : গাধু শব্দটির মুখ্য অর্থ হচ্ছে ভারবাহী এক একটি প্রাণী, সেখানে এটি মুখ্যার্থ, কিন্তু যখন এটির অর্থ হয় মানুষের ব্যক্তির মত বুদ্ধি আমাদের যার সেরূপ বলা বুদ্ধি বা ব্যক্তি, তখন সেটি লক্ষণা বা গৌণ অর্থে প্রযুক্ত হল।

লক্ষণা :

বক্তার অভিপ্রেত অর্থটি যদি বাচ্যার্থের দ্বারা প্রকাশিত না হয়ে বাক্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্য কোনো গৌণ অর্থ দ্বারা সূচিত হয়, তখন বাক্যের সেই শক্তিকে লক্ষণা বলা হয়।

যেমন : লেখনীর সঙ্গে তুলি ও শ্রীরবীন্দ্রনাথের অসাধ্য অর্থ। এখানে তুলি এবং লেখনী বলতে যথাক্রমে সাহিত্য কীর্তি ও চিত্র শিল্পকে বোঝাচ্ছে। অন্যদিকে অধ্যু বলতে এর শক্তি তথা কৃতিত্বকে বোঝাচ্ছে।

ব্যঞ্জনা :

বাক্যের অর্থ যখন বাচ্যার্থ কিংবা লক্ষ্যার্থ— দ্বারা প্রতিপন্ন না হয়ে ভিন্ন প্রকারের তথা ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রকাশিত হয় তখন তাকে বলা হয় শক্তির নূতন প্রকাশিত

যেমন : বসন্তের কুঞ্জে এর মাঝে আমরা দেখি পড়লো, ভেতরটা আমার অসম্ভব হলো এখানে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে, আমরা সেই পথের মত বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বাক্যের এই শক্তিকে ব্যঞ্জনা বলে অভিহিত করা হয়।

শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারার শ্রেণী বিভাগ ঃ

(ক) অর্থ বিস্তার বা অর্থ প্রসার

(খ) অর্থ সংকোচ

(গ) অর্থ সংক্রম বা অর্থ সংশ্লেষ অথবা সম্পূর্ণ নতুন

(ঘ) অর্থের উন্নতি বা উৎকর্ষ

(ঙ) অর্থের অবনতি বা অপকর্ষ

শব্দার্থ পরিবর্তনের রীতি :

সজীব ভাষার বৈশিষ্ট্য হল পরিবর্তনশীলতা। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা এবং শব্দ বিভিন্ন সময়ে নানা ভাবে- নানা নতুন অর্থ নিয়ে প্রকাশিত হয়, ফলে আদি অর্থটি পরিবর্তিত হয়ে যায়, এবং এখানেই শব্দে আসে অর্থের- নতুনত্ব আসুনা। শব্দের এই অর্থপরিবর্তনের- রীতিকে ভাষা বিজ্ঞানীরা পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছেন।

(ক) অর্থবিস্তার বা অর্থপ্রসার :

অনেক সময় দেখা যায় কোনো শব্দ প্রথমে সংকীর্ণ ভাবে সীমাবদ্ধ বস্তুকে বোঝাত। কালক্রমে তা ব্যাপকতর ভাব বা অধিকতর বস্তুকে বুঝিয়ে থাকে, তখন সেই শব্দের উৎপত্তিগত অর্থ ব্যাপকতর অর্থে প্রযুক্ত হয়। এই- অর্থ পরিবর্তনের রীতিকে অর্থবিস্তার বা অর্থ প্রসার বলে চিহ্নিত করা হয়।

যেমন : কালি > আদিতে কালি বলতে কোনো বিশেষ দেবতাকে বোঝানো হত। অনার্য- সমাজে এই কৃষ্ণবর্ণা দেবীর রং কালো বলে যেকোনো কালো জিনিসকে কালি বলা হতে পারতো এবং পরবর্তীতে কালি অর্থে কালো রঙের দোয়াত কালিকে বোঝানো হত, কিন্তু বর্তমানে কালি বলতে যে কোনো রঙের দোয়াত তরল মিশ্রণকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ এখানে অর্থের বিস্তার ঘটেছে।

তৈল > তৈলকণা (আদি অর্থ) > তেল (বর্তমান অর্থ)

মধু > মধুযুক্ত (আদি অর্থ) > যে কোনো সুস্বাদু খাদ্য (বর্তমান অর্থ)

(খ) অর্থ সংকোচ :

বাংলা ভাষায় এমন কিছু শব্দ পাওয়া যায় যেগুলি আদিতে ব্যাপকতর অর্থে প্রচলিত ছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে সেই ব্যাপ্তি হারিয়ে সংকীর্ণতর অর্থে বা বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয় তখন সেই ধরনের অর্থ পরিবর্তনকে অর্থের সংকোচ বলা হয়।

যেমন : অন্ন মানে যে কোনো খাদ্য (আদি অর্থে) > কিন্তু অন্নমানে শুধু ভাত অর্থাৎ সেদ্ধ করা চালকে বোঝানো হয়েছে (বর্তমান অর্থে)

অসুখ > সুখের অভাব (আদি অর্থ) > পীড়া (বর্তমান অর্থ)

মৃগ > যে কোনো পশু (আদি অর্থ) > হরিণ নামক বিশেষ এক শ্রেণীর পশু (বর্তমান অর্থ)

বাসর > বাসগৃহ (আদি অর্থ) > সদ্য বিবাহিত বর বধূর থাকার ঘর (বর্তমান অর্থ)

(গ) শব্দের অর্থ সংক্রমণ বা অর্থের সংশ্লেষ :

অনেক সময় দেখা যায় কোনো কোনো শব্দ বিভিন্ন সময় বারবার ব্যবহারের ফলে পরিবর্তিত হতে হতে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়ায় যখন আদি অর্থের সঙ্গে বর্তমান অর্থের যোগসূত্র পাওয়া যায় না। শব্দের এই ধরনের পরিবর্তনকে অর্থের সংক্রমণ বা সংশ্লেষ বলে।

চক্রান্ত > চাকার অন্তভাগ (আদি অর্থ) > ক্রমশ নানা ভাবে পরিবর্তিত হতে হতে বর্তমানে এক অর্থে এসে দাঁড়িয়েছে ষড়যন্ত্র, চাকার কোন ভাগের সঙ্গে বর্তমানে ষড়যন্ত্র কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।

সন্দেশ > সংবাদ পৌঁছানো (আদি অর্থে) > বিশেষ ধরনের মিষ্টিকে বোঝায় (বর্তমান অর্থে)

(ঘ) অর্থের উন্নতি বা উৎকর্ষ ঃ

যদি কোনো শব্দ আদিতে হীন অর্থে প্রযুক্ত হত কিন্তু কালক্রমে কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে লোকের মুখে প্রচলিত হতে হতে যখন সেই হীনতার আবরণ অর্থ অপেক্ষাকৃত উন্নত অর্থে প্রযুক্ত হয়, তখন সেই শব্দার্থ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে শব্দার্থের উন্নতি বা উৎকর্ষ বলে অভিহিত করা হয়।

যেমন ঃ মন্দির > যেকোনো বাসগৃহ (আদি অর্থে) > দেবালয় বোঝায়।

গবেষণা > গবান্বেষণ (আদি অর্থে) > অনুসন্ধান (বর্তমান অর্থে)

সাহস > যা সহসা করা হয় বা হঠাৎ করা হয় (আদি অর্থে) > যা দুঃসাহসিক কাজ (বর্তমান অর্থে)

(ঙ) অর্থের অবনতি বা অপকর্ষ ঃ

অনেক সময় কোনো কোনো শব্দ তার উন্নততর অর্থ থেকে সরে এসে খুবই সংকীর্ণ বা হীন অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। তখন সেই ধরনের শব্দার্থ পরিবর্তনকে শব্দার্থের অবনতি বা অপকর্ষ বলে চিহ্নিত করা হয়।

যেমন ঃ মহাজন > মহৎ যে জন বা মহৎ ব্যক্তি (আদি অর্থ) > সুদখোর (বর্তমান অর্থ)

ঝি > কন্যা (আদি অর্থ) > বাড়ির সহকারী— কাজের মেয়েকে (বর্তমান অর্থ)

ধীর > শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ব্যক্তি (আদি অর্থ) > বোকা (বর্তমান অর্থ)

উপসংহার :

দুই হাত লোকমুখে ব্যবহৃত হওয়াতে তাদের মূল অর্থ কোথাও কোথাও অবিকৃত হয়ে গিয়েছে আবার কোথাও কোথাও সেই অর্থ পরিবর্তিত হতে হতে মূল অর্থের সঙ্গে যোগসূত্রই হারিয়ে ফেলেছে। দুই হাত প্রবাদটি ভাষা কালের ঐতিহ্যের সাক্ষী হয়ে রয়েছে।